সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৮তম বর্ষ ❑ অষ্টম সংখ্যা ❑ অগ্রহায়ণ-১৪৩১, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০২৪ ❑ পৃষ্ঠা ৮

সিলেট অঞ্চলে কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্পের ... ২

উত্তরাঞ্চলে ব্রি ধান১০৩ জাতের বাম্পার ফলন ৩

তথ্য দপ্তরে কৃষি মিডিয়াভিত্তিক ত্রৈমাসিক প্রান্তিক কর্মশালা ... ৪

খুলনায় কৃষিতে অভিযোজন কৌশল শীর্ষক দুই ... ৬

বৈষম্যমুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতে কৃষিকে গুরুত্ব দিতে হবে– মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বলেছেন, বৈষম্যমুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতে কৃষিকে গুরুত্ব দিতে হবে। মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা ০৫ ডিসেম্বর ২০২৪ রাজধানীর খামারবাড়িস্থ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের মিলনায়তনে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস ২০২৪ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফএও এর বাংলাদেশস্থ প্রতিনিধি ড. জাওকিন শি।

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা বলেন দেশের

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

সকল পতিত জমিকে চাষাবাদের আওতায় আনতে হবে– মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা

সিলেট আঞ্চলিক কৃষি অফিসারের কার্যালয়ের সভাকক্ষে মতবিনিময় সভায় মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বলেছেন, সকল পতিত জমিকে চাষাবাদের আওতায় আনতে হবে। মাননীয় উপদেষ্টা ২৬ নভেম্বর ২০২৪ এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

ময়মনসিংহে মাঠ দিবস ও কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন কৃষি সচিব

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান সম্মানিত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

ময়মনসিংহ সদর উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নে ২০০ বিঘা জমিতে আবাদকৃত ব্রি ধান১০৩ এর নমুনা শস্য কর্তন, কম্বাইন হারভেস্টার দ্বারা ফসল কর্তন উদ্বোধন এবং কৃষকদের মাঝে মতবিনিময় সভা এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

সার-বীজের কোনো সংকট নেই

শেষ পাতার পর

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা বলেন কৃষক, কৃষিবিদ, গবেষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট সবার সমন্বয়ে ১৮ কোটি জনসংখ্যার খাবার জোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। তবে জিনিসপত্রের দাম কমানোর জন্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে কর্মকর্তাদের মনিটরিং বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি আসন্ন বোরো মৌসুম খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই কর্মকর্তাদের বোরোর ফলন বৃদ্ধির চলমান প্রকল্পগুলোর উপর মনিটরিং জোরদার করার পরামর্শ দেন।

বরিশাল সদরে বিনাধান-২০'র মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

বরিশাল সদরে বিনাধান ২০'র মাঠ দিবস ১ ডিসেম্বর ২০২৪ উপজেলার পতাংয়ে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) উদ্যোগে মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালী সংযুক্ত ছিলেন বিনার মহাপরিচালক ড. মো. আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিনার গবেষণা সমন্বয়ক ড. মো. সিদ্দিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিনার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. ছায়েমা খাতুন। বিনার ফার্ম ম্যানেজার মৃনাল কুমার শীল, প্রদর্শনী চাষি মো. হাসান, কৃষক মো. দেলোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে অর্ধশতাধিক কৃষক উপস্থিত ছিলেন।

মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি ড. মো. আবুল কালাম আজাদ বলেন, বিনাধান-২০ জিংকসমৃদ্ধ উচ্চফলনশীল আমনের জাত। এতে অধিক পরিমাণ আয়রনও আছে। এ ছাড়া ভাতকে ঝরঝরে রাখার উপাদান অ্যামাইলোজ রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণ। কখনো বন্যা কিংবা ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ধানের চারা রোপণে বিলম্বিত হলেও এই জাতের চারা মধ্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লাগানো যায়। জাতটি স্বল্পকালীন হওয়ায় ধান কেটে রবিফসল আবাদে কোনো অসুবিধা হয় না। তাই দক্ষিণাঞ্চলে এই জাতের চাষ বেশ উপযোগী।

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মিলন চৌধুরীর সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিনার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. মাহমুদ আল নূর, কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা নাহিদ বিন রফিক।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

সিলেট অঞ্চলে কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্পের আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেটের আয়োজনে কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প ২০২৪-২৫ (১ম সংশোধিত) এর আওতায় 'আঞ্চলিক কর্মশালা' সিলেট ও কুমিল্লা অঞ্চল (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেটের সম্মেলন কক্ষে ০১ ডিসেম্বর ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় ডিএই, কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সমাপ্ত হচ্ছে। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী এলাকা ভিত্তিক ফসলের জমির পরিমাণ ২৫-৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পভুক্ত এলাকায় চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে কন্দাল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি যাতে ব্যাহত না হয়, সে বিষয়ে উপস্থিত কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন। কর্মশালায় মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কৃষিবিদ মোখলেছুর রহমান,

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ড. মোহাম্মদ কাজী মজিবুর রহমান অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, সিলেট অঞ্চল সিলেট

কৃষিবিদ মো. আমজাত হোসেন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ড. মোহাম্মদ কাজী মজিবুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, সিলেট অঞ্চল সিলেট।

প্রধান অতিথি বক্তব্যে বলেন সিলেট অঞ্চলে অনাবাদি পতিত জমিতে কন্দাল ফসল উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। কন্দাল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরো বলেন প্রকল্পটি প্রকল্প পরিচালক, কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ড. মাহমুদুল ইসলাম নজরুল, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আকবরপুর মৌলভীবাজার; কৃষিবিদ মো. আক্তারুজ্জামান, অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, খাদিমনগর, সিলেট। কর্মশালায় প্রকল্পভুক্ত সিলেট অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রদর্শনীভুক্ত কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন।

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

প্রিয় পাঠক, এখন থেকে অনলাইনে কৃষিকথা'র গ্রাহক হতে পারবেন। অনলাইনে গ্রাহক হতে QR কোড স্ক্যান করুন।

ফরিদপুরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক সভা বুধবার ২৭ নভেম্বর ২০২৪ নগরীর খামারবাড়িতে কৃষি সম্প্রসারণ ফরিদপুর অঞ্চল ফরিদপুরের উদ্যোগে সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ মোঃ মঞ্জুরুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ ফরিদপুর অঞ্চল, ফরিদপুর। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফরিদপুরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ শাহাদুজ্জামান, রাজবাড়ীর উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. মোঃ শহিদুল ইসলাম, শরীয়তপুরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোস্তফা কামাল হোসেন, গোপালগঞ্জের উপপরিচালক, আঃ কাদের সরদার, হর্টিকালচার সেন্টার ফরিদপুরের উপপরিচালক, মোঃ জসীম উদ্দিন। সভায় পেঁয়াজ, সরিষা, গম ও ডাল ফসলের আবাদ এবং রবি মৌসুমের বিভিন্ন ফসলের আবাদ বৃদ্ধি করতে হবে। রবি ফসল বৃদ্ধির জন্য মাঠ পর্যায়ে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস কর্মসূচি যথাযথ সময়ে করতে হবে। কৃষি প্রণোদনা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এর অগ্রগতির প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। ফরিদপুর অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

আসাদুল্লা, কৃতসা, ফরিদপুর

পুষ্টি কর্নার : কুল/বরই

কুলে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন 'এ', ভিটামিন'সি' ও খনিজলবণ থাকে। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম কুলে জলীয় অংশ ৭৩.২ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ১.০ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৬০, পানি (গ্রাম) ৮৪.৩, আমিষ ১.৯ গ্রাম, চর্বি ০.২ গ্রাম, শর্করা ১২.৬ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৪ মিলি গ্রাম, লৌহ ০.৮ গ্রাম, জিংক ০.৩২ মিঃগ্রাম, ভিটামিন এ ২ মিলিগ্রাম, থায়ামিন ০.০২ মিঃ গ্রাম, রাইবোফ্লাবিন ০.০৬ মিঃ গ্রাম, ভিটামিন সি ৬৬.১ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। কুল ও পাতা বাটা বাতের জন্য উপকারী, ফল রক্ত পরিষ্কার এবং হজম সহায়ক। পেটে বায়ু ও অরুচি রোধে ফুল থেকে তৈরি ওষুধ ব্যবহার করা হয়। শুকনো কুলের গুঁড়া ও আখের গুড় মিশিয়ে চেটে খেলে মেয়েদের সাদা স্রাবের কিছুটা উপকার হয়। কুল বাংলাদেশের সর্বত্র উৎপাদিত হয়। তবে রাজশাহী, কুমিল্লা, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহে উৎকৃষ্ট জাতের কুল আবাদ হয়ে থাকে। সাধারণত পাকা ও টাটকা অবস্থায় কুল খাওয়া হয়। কুল থেকে আচার, চাটনি ও অন্যান্য মুখরোচক খাবার ও তৈরি করা যায়।

সূত্র: কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস

উত্তরাঞ্চলে ব্রি ধান১০৩ জাতের বাম্পার ফলন

মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি ব্রি গাজীপুরের পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) ড. মোঃ আব্দুল লতিফসহ কৃষকবৃন্দ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মিঠাপুকুর, রংপুর এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আঞ্চলিক কার্যলয় রংপুর বলদি পুকুরের কৃষক মো. রুস্তম আলীর জমিতে ব্রি ধান১০৩ জাতের ফসল কর্তন উৎসব ১৬ নভেম্বর ২০২৪ আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়ের রংপুরের প্রধান ও প্রিন্সিপাল সাইন্টিফিক অফিসার ড. মো. রকিবুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রি গাজীপুর এর পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) ড. মোঃ আব্দুল লতিফ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুরের উপপরিচালক মোঃ রিয়াজ উদ্দিন, উপপরিচালক মোঃ আফজাল হোসেন, ওএফআরডি বিএআরআই রংপুরের পিএসও ড. মোঃ আল আমিন তালুকদার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রংপুর অঞ্চল, রংপুর এর আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার মোঃ শাহাদৎ হোসেন, উপজেলা কৃষি অফিসার, মিঠাপুকুর রংপুরের মুহাম্মদ সাইফুল আবেদীন। উল্লেখ্য, ব্রি ধান১০৩ জাতের কাণ্ড শক্ত, সহজে হেলে পড়ে না এবং ধান পাকার পরও গাছ সবুজ থাকে। এ জাতের ধান গাছের গড় উচ্চতা ১২৫ সেন্টিমিটার, চিকন ও সাদা। জাতটি কর্তন করে শতকরা ১৪ ভাগ আর্দ্রতায় বিঘাপ্রতি (৩৩ শতাংশ) ২১ মন এবং প্রতি হেক্টরে ৬.৫৫ টন ফলন পাওয়া যায়। এবং জীবনকাল ১৩০ দিন। উক্ত ফসল কর্তন অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ব্রি গাজীপুরের কীটতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ড. মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় রংপুর এবং ডিএই এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ, স্থানীয় কৃষক-কৃষানী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ফসল কর্তন উৎসবে প্রায় ২০০ শতাধিক কৃষক কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিবিদ মোঃ শাহাদৎ হোসেন, কৃতসা, রংপুর

ক্ষতিগ্রস্ত পেঁয়াজ চাষিদের পুনরায় বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে

চলতি মৌসুমে প্রণোদনার আওতায় সরবরাহকৃত পেঁয়াজ বীজের অংকুরোদগম কাংখিত মাত্রার চেয়ে কম হওয়ায় ফরিদপুর, রাজবাড়ী, পাবনা, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর এলাকার চাষীদের পুনরায় পেঁয়াজ বীজ সরবরাহ করা হবে। মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) এর সভাপতিত্বে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। সভায় কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক, উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বিএডিসির কর্মকর্তাগণ অনলাইনে যুক্ত ছিলেন। সভায় জানানো হয়, প্রণোদনার পেঁয়াজ বীজে যেখানেই কাংখিত অংকুরোদগম হয় নি সেখানেই পুনারয় বীজ সরবরাহ করা হবে। প্রাথমিকভাবে ০৫ ডিসেম্বর ২০৪, বৃহস্পতিবার থেকে জেলাগুলোতে কিছু বীজ সরবরাহ করা হবে এবং কৃষক যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ও কাঙ্খিত জমি পেঁয়াজ চাষের আওতায় থাকে সে লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে উচ্চ ফলনশীল পেঁয়াজ বীজ সরবরাহ করা হবে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

সারাদেশে ১০টি ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগার রবি-২০২৪ কর্মসূচি শুরু

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: ছাইফুল আলম মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট প্রধান কার্যালয়ে 'ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগার (MSTL) রবি-২০২৪' কর্মসূচির ১০টি ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগার (এমএসটিএল-কর্ণফুলী তিতাস, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, মধুমতি, রূপসা, কীর্তনখোলা, তিস্তা, করতোয়া, সুরমা) এর মাধ্যমে সারাদেশে ৫৬টি উপজেলায় একযোগে সরাসরি মাটি পরীক্ষা করে সার সুপারিশ কার্ড বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন ১৭ নভেম্বর ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: ছাইফুল আলম। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসআরডিআই এর মহাপরিচালক জনাব ড. বেগম সামিয়া সুলতানা।

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

নানা আয়োজনে পাবনায় নবান্ন উৎসব ২০২৪ উদ্‌যাপন

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পাবনা সদর, পাবনার আয়োজনে আমন মৌসুমের নমুনা শস্য কর্তন ও নবান্ন উৎসব টেকনো পার্ক, পৈলানপুর কৃষি খামারে ১৭ নভেম্বর ২০২৪ উদ্‌যাপিত হয়। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, পাবনা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ ড. মোঃ জামাল উদ্দীন, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, পাবনা। কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ শৈলেন কুমার পাল এর সঞ্চালনায়

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম জেলা প্রশাসক, পাবনা

তথ্য দপ্তরে কৃষি মিডিয়াভিত্তিক ত্রৈমাসিক প্রান্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. মসীহুর রহমান পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরে কৃষি তথ্য সার্ভিসের সার্বিক দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের কৃষি মিডিয়াভিত্তিক ত্রৈমাসিক প্রান্তিক কর্মশালা মাঘ-চৈত্র/১৪৩১ (১৫ জানুয়ারি-১৩এপ্রিল/২৫) তথ্য দপ্তরের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক, জনাব মো. মসীহুর রহমান। কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের উপপরিচালক ডা. সঞ্জীব সূত্রধর (উপসচিব)।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন বেতার ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের জন্য কঠিন শব্দ ব্যবহার না করাই ভালো। কৃষকের জন্য সহজ শব্দের ব্যবহার করলে কৃষকেরা সহজে বুঝতে পারবে। এই জন্য এ বিষয়ে একটি সেমিনারে আয়োজন করা হবে।

বাংলাদেশ বেতারের সহকারী পরিচালক, কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, রনিয়া সুলতানা বলেন, কথোপকথন এর তালিকা গুছিয়ে দিলে বাংলাদেশ বেতারে অনুষ্ঠান পরিচালনার কাজ সহজ হয়। এই ধরনের অনুষ্ঠান বাংলাদেশ বেতারের কাজকে আরো সহজ করবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

সভাপতি বক্তব্যে জানান, যারা বেতারে ও টেলিভিশনে কথা বলবে তাদের মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন। এজন্য বাংলাদেশ বেতার এর পক্ষ থেকে প্রস্তুতিমূলক সভার আয়োজন করা যেতে পারে।

কৃষি মিডিয়াভিত্তিক ত্রৈমাসিক প্রান্তিক কর্মশালা মাঘ-চৈত্র/১৪৩১ এর শিডিউল তৈরির কার্যক্রম পরিচালনা করেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের উপপরিচালক (গণযোগাযোগ), জনাব ফেরদৌসী ইয়াসমিন। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের তথ্য কর্মকর্তা (প্রাণিসম্পদ) ডা. মো. এনামুল কবীর। তথ্য দপ্তরের কার্যক্রম ও সৃষ্টির ইতিহাস নিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড এবং দপ্তর কর্তৃক নির্মাণকৃত কয়েকটি টিভিসি ও জিংগেল প্রদর্শন করেন এ দপ্তরের গণযোগাযোগ কর্মকর্তা, জনাব মো. সামছুল আলম। কর্মশালায় ত্রৈমাসিক শিডিউল তৈরির কার্যক্রম শেষে বিভিন্ন দপ্তর সংস্থা থেকে আগত উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ শিডিউল তৈরির উপর মতামত ব্যক্ত করেন। (সোমবার, ২৫ নভেম্বর ২০২৪)

মো. সামছুল আলম, গণযোগাযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

কৃষি বিষয়ক তথ্য জানতে কল করুন
১৬১২৩ নম্বরে
সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ পর্যন্ত
(শুক্রবার, শনিবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)

সারাদেশে ১০টি ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষা

৪র্থ পাতার পর

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বক্তব্যে বলেন, এরকম মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করবে। মাটি পরীক্ষা করে সার সুপারিশ করলে সারের অপচয় রোধ হয়। এসআরডিআই এর যেকোনো কর্মসূচিতে অতীতের মতো আগামী দিনেও সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

সভাপতি বক্তব্যে বলেন, জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এবং মাটি পরীক্ষা করে জমিতে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগে কৃষক ভাইদের উদ্বুদ্ধ করতে ১৯৯৬ সাল থেকে ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগার চালু রয়েছে। বর্তমানে দেশব্যাপী ১০টি ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের মাধ্যমে বছরে রবি ও খরিফ মৌসুমে (২ বার) মাটি পরীক্ষা করা হয়।

উল্লেখ্য, ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগার প্রতিটি স্টেশনে সাধারণত ৩-৫ দিন অবস্থান করবে এবং মাটি পরীক্ষা ও ফসলের সুষম মাত্রার সার সুপারিশ কার্ড প্রদান করবে। এসব উপজেলার আগ্রহী কৃষক ভাইয়েরা নমুনা প্রতি মাত্র ২৫ টাকা হারে নির্ধারিত ফি প্রদান করে (প্রকৃত খরচ ৪৪০ টাকা মাত্র) মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে সুষম মাত্রার সার সুপারিশ কার্ড নিতে পারবেন। অনুষ্ঠানে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী কর্মকর্তা কর্মচারীসহ সুধীজন উপস্থিত ছিলেন। কৃষিবিদ মো. আবুল বাশার, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এসআরডিআই

মোঃ খোরশেদ আলম, কৃতসা, ময়মনসিংহ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান ঢাকা শ্যামপুর কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজে স্থাপিত উদ্ভিদ সংগনিরোধ ল্যাবরেটরিকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবরেটরিতে রূপান্তর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিদ্যমান পানশোধনাগার ভবনের সম্প্রসারণ ও ৬তলা ডরমিটরি ভবনের নির্মাণ কাজ এবং ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি সংস্থাপন কাজসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ল্যাবরেটরিটির অর্জিত ISO ৯০০১:২০১৫ সার্টিফিকেট আন্তর্জাতিক testing, inspection এবং Certification সংস্থা SGS Bangladesh Ltd. কৃষি সচিবের নিকট হস্তান্তর করেন। পরিদর্শন শেষে ল্যাব এনালিস্টদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক মো. ছাইফুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক এস এম খালেদ সাইফুল্লাহসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। *(সোমবার, ১৮ নভেম্বর ২০২৪)*

কৃষিবিদ ইসরাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

ময়মনসিংহে মাঠ দিবস ও কৃষকদের সাথে

প্রথম পাতার পর

১৬ নভেম্বর ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, সম্মানিত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

প্রধান অতিথি বলেন দেশে কোন সারের ঘাটতি নেই। তিনি কৃষকদের ব্রি ধান১০৩ কে বীজ হিসেবে সংরক্ষণ করতে পরামর্শ প্রদান করেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকলকে একত্রে মিলেমিশে কাজ করার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন মোঃ ছাইফুল আলম, মহাপরিচালক, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ রুহুল আমিন, চেয়ারম্যান, বিএডিসি, মোঃ আবু জুবাইর হোসেন বাবলু, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, মহাপরিচালক, ব্রি. গাজীপুর, ড. মোঃ সাহিনুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ উইং) ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা, মোঃ মসীহুর রহমান, পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা, আবু মোঃ এনায়েত উল্লাহ, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ উইং), ডিএই খামারবাড়ি, ঢাকা, ড. সালমা লাইজু, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, ময়মনসিংহ অঞ্চল প্রমুখ। এ ছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কৃষক-কৃষাণীসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

উল্লেখ্য, মতবিনিময় সভার পূর্বে ময়মনসিংহ সদর উপজেলার ভাবখালী ইউনিয়নে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত পলিনেট হাউজ পরিদর্শন এবং সেখানে উৎপাদিত বিভিন্ন সবজির চারা কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। এ ছাড়া উক্ত প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত নন-ক্রিয়ার (গ্রীশম্মকালীন টমেটো) প্রদর্শনী উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত টানেল কৃষি দোচালা কৃষি (লাউ+বস্তায় আদা চাষ) পরিদর্শন করেন। এরপর আদর্শ কৃষক স্বপন মিয়ার বাড়িতে স্থাপিত মডেল গ্রাম, পারিবারিক পুষ্টি বাগান, ভার্মি কম্পোস্ট, বস্তায় আদা ও সবজি চাষসহ টানেল কৃষি পরিদর্শন করেন।

মোঃ খোরশেদ আলম, কৃতসা, ময়মনসিংহ

মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি ও সুষম সার ব্যবহার বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, পাবনার আয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ভাঙ্গুড়া উপজেলাস্থ প্রশিক্ষণ হলে মৃত্তিকা সম্পদের যৌক্তিক ও লাভজনক ব্যবহার, মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি ও সুষম সার ব্যবহার বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ ১৯ নভেম্বর ২০২৪ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ নাজমুল ইসলাম, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইস্টিটিউট, আঞ্চলিক গবেষণাগার, পাবনা। প্রশিক্ষণে কৃষিবিদ শারমিন জাহান, উপজেলা কৃষি অফিসার, ভাঙ্গুড়া; কৃষিবিদ মোঃ নাজমুল হোসেন, অতিরিক্ত কৃষি অফিসার, ভাঙ্গুড়া এবং মোসাররাত জাহান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, পাবনা শেসন পরিচালনা করেন।

উল্লেখ্য, দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা গবেষণাগারে মাত্র ২৫ টাকায় মাটি পরীক্ষা করার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে সকল প্রশিক্ষণার্থীদের মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি, গবেষণাগারে নমুনা প্রেরণের প্রতিটি ধাপ এবং সার সুপারিশ কার্ড অনুযায়ী জমিতে সার প্রদানে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণে অন্তত পাঁচ বছরে একবার প্রতিটি জমির মাটি পরীক্ষা করা এবং পার্শ্ববর্তী কৃষকদের মাঝেও বিষয়টি প্রচারের প্রতি প্রশিক্ষণার্থীদের অবগত করা হয়।

মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা

ইউএসএআইডির অর্থায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় সিমিট বাংলাদেশ ১,০০০ জন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কুমিল্লার কৃষকদের প্রদর্শনী প্লট প্রতিষ্ঠার জন্য জনপ্রতি ১ কেজি BARI সরিষা-১৪ এবং ২ কেজি ভুট্টা ডিসকোভার ৫৫৫ জাতের বীজ বিতরণ করছেন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জনাব মোসা: ফারজানা রহমান। বীজ সহায়তার গুরুত্ব উল্লেখ করে তিনি বলেন এসব বীজ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহনশীলতা বৃদ্ধিতে বন্যা-সহনশীল ফসলের জাত, জলাবদ্ধতা, ফসলের ক্ষতি মোকাবেলা, বর্ধিত সেচ ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন কৃষি-কৌশল গ্রহণসহ বন্যাসহনশীল কৃষি পদ্ধতি প্রদর্শনের মাধ্যমে কৃষকদের উপকার হবে। *মো: মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা*

কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক অফিসসমূহের মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

কৃষি তথ্য সার্ভিসের কনফারেন্স রুমে কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক অফিসসমুহের নভেম্বর ২০২৪ মাসের সমন্বয়সভা আয়োজিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মোঃ মসীহুর রহমান। উক্ত সভায় আঞ্চলিক কার্যালয় সমুহের কাজের অগ্রগতি, কৃষি ডাইরির কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও এসময় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাইকা ডিএই প্রকল্পের ভিডিও ডকুমেন্টারি কাজ, জাপানে অনুষ্ঠিত এক্সপো মেলার ভিডিও ডকুমেন্টারী কাজ, ক্যাবি এপস এর ভিডিও ডকুমেন্টারী কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সময় কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরস্থ বিভিন্ন

সভায় সভাপতিত্ব করেন মোঃ মসীহুর রহমান, পরিচালক কৃষি তথ্য সার্ভিস

অগ্রগতি, কৃষিকথা ও সম্প্রসারণ বার্তার কাজের অগ্রগতি, কৃষি তথ্য সার্ভিসের অর্গানোগ্রাম প্রণয়নের অগ্রগতি, নিয়োগবিধি প্রণয়নের সেকশনের কর্মকর্তাগণ এবং আঞ্চলিক কর্মকর্তাগন জুম প্লাটফর্মে যুক্ত ছিলেন। (রবিবার, ০১ ডিসেম্বর ২০২৪)

কৃষিবিদ সাবরিনা আফরোজ, কৃতসা, ঢাকা

খুলনায় কৃষিতে অভিযোজন কৌশল শীর্ষক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মসীহুর রহমান পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস

কৃষি তথ্য সার্ভিস, খুলনার উদ্যোগে পরিবর্তিত জলবায়ু মোকাবিলায় কৃষিতে অভিযোজন কৌশল শীর্ষক ২৩-২৪ নভেম্বর ২০২৪ দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মোঃ মসীহুর রহমান এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন। কৃষি তথ্য সার্ভিসের তথ্য অফিসার উদ্ভিদ সংরক্ষণ ড.আকলিমা খাতুন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথি বলেন দেশের দক্ষিণাঞ্চলে কৃষিতে ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এ অঞ্চলে কৃষির সবচেয়ে বড় বাধা লবণাক্ততা। কৃষি বিজ্ঞানীরা লবণাক্ততা সহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবন করেছেন। তিনি লবণাক্ততা মোকাবিলায় এ অঞ্চলে অভিযোজন কৌশল অবলম্বন করে কৃষিকে এগিয়ে নিতে উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন, উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র মংলার উপপরিচালক মোঃ মোতাহার হোসেন। প্রশিক্ষণে পরিবর্তিত জলবায়ুতে দক্ষিণাঞ্চলে কৃষিতে করণীয়সহ টেকসই কৃষির উন্নয়নে এআইসিসির ভূমিকা, কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের কার্যক্রম জোরদারে করণীয় বিষয়সমূহের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে খুলনা বিভাগের ৩০টি উপজেলার কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মোঃ আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

নানা আয়োজনে পাবনায় নবান্ন উৎসব

৪র্থ পাতার পর

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস) মোঃ রেজিনুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মাহফুজা সুলতানা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পাবনার জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ মো: সাইফুল ইসলাম, অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ মো: রোকনুজ্জামান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীমা সুলতানা। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পাবনা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, কৃষি তথ্য সার্ভিসের সহকারী তথ্য অফিসার কৃষিবিদ মো: খালেদীন আনাম, অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তা, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক, পাবনা সদর উপজেলার সকল উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও প্রগতিশীল কৃষক-কৃষাণি। উল্লেখ্য, প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ আমন মৌসুমের ব্রি ধান৮৭ জাতের নমুনা শস্য কর্তনের অনুষ্ঠান হয়।

মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা

বাগেরহাটের মোড়লগঞ্জে রাজস্ব প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের মাঝে সরিষা প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ

বাগেরহাট মোড়লগঞ্জ উপজেলার কৃষি অফিস কার্যালয়ে গত ৩ ডিসেম্বর ২০২৪ রাজস্ব প্রকল্পের আওতায় ৩০ জন কৃষক/কৃষাণির মাঝে সরিষা প্রদর্শনীর উপকরন (বীজ, সার ও সাইনবোর্ড) বিতরণ করা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বাগেরহাট জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ শংকর কুমার মজুমদার এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন।

মোঃ আসাদুজ্জামান, কৃতসা, খুলনা

সকল পতিত জমিকে চাষাবাদের আওতায়

প্রথম পাতার পর

সিলেট আঞ্চলিক কৃষি অফিসারের কার্যালয়ের সভাকক্ষে সিলেট অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সাথে কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন।

মাননীয় উপদেষ্টা বলেন, কৃষিতে প্রকল্প নেয়ার ক্ষেত্রে কৃষকের লাভ, কৃষির উন্নতি ও ফলন বাড়ানোর বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হবে। এ বিষয়ে সকলকে নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে, কৃষি জমি কমছে তারপরও ১৮ কোটি জনগণকে খাওয়াতে পারছেন উল্লেখ করে মাননীয় উপদেষ্টা বলেন এ কৃতিত্ব কৃষক, কৃষিবিদ, গবেষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট সবার। ধানের উৎপাদন বেড়েছে। এখন ধান উৎপাদনে ১২০ দিন লাগে। এ সময় কিভাবে ১০০ দিনে আনা যায় সেই জাত উদ্ভাবনের কাজ করার জন্য ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটকে নির্দেশনা দেন। মাননীয় উপদেষ্টা বলেন, কৃষি উৎপাদন বাড়াতে পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার যত কমানো যায়। ভূপৃষ্ঠের উপরের পানি ব্যবহার বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। সেসাথে বাজারে কৃষি পণ্যের মূল্য সঠিকভাবে মনিটরিং করতে হবে। কৃষি বিষয়ক সকল পরিসংখ্যান যেন নির্ভরযোগ্য ও সঠিক হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন।

ধানের ফলনের কথা উল্লেখ করে মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা বলেন, এবার আমনের ফলন বেশ ভালো দেখা যাচ্ছে। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে বন্যায় আমন উৎপাদনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আমরা আশা করছি বোরো ফলন ভালো হবে। দেশে চালের সংকট হবে না।

এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, বিভাগীয় কমিশনার সিলেটসহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ঊর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

বৈষম্যমুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতে কৃষিকে

প্রথম পাতার পর

বেকারত্বের হার হ্রাসে কৃষিখাতকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশের কৃষির করতে হবে। দেশের কৃষির উপর নির্ভরশীল ৭০ শতাংশ মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে না পারলে সত্যিকারের বৈষম্যমুক্ত সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

কৃষি খাতে প্রায়োগিক গবেষণা বাড়াতে হবে প্রতিটি গবেষণার ফলাফল কৃষক পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। দেশের বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণে কৃষি জমি রক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা বলেন শিল্পায়নের নামে যাতে উর্বর কৃষি জমি অকৃষি খাতে চলে না যায়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা আরও বলেন, প্রতি বছর সার খাতে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দেয়া হয়। সার বরাদ্দের শর্তে বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় এই ভর্তূকি কতদিন চলমান রাখা সম্ভব তাও ভাবনার বিষয়। কিভাবে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমানো যায়, সে সর্ম্পকে গবেষণা জোরদার করার জন্য মাননীয় উপদেষ্টা আহবান জানান। পাশাপাশি জলাধার রক্ষা, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা, বনভূমি রক্ষা ও নতুন বনায়ন করা, যথাযথ গবেষণার মাধ্যমে প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতি অবলম্বন করা, মাটির সঠিক ব্যবহার এবং পুনঃব্যবহার নিশ্চিত করার প্রতি আমাদের কৃষিবিদদের অধিকতর যত্নবান হওয়ার আহবান জানান।

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা বলেন বাংলাদেশে এখন সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদ হচ্ছে, যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ করা হচ্ছে। পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য নেয়া হয়েছে নানা প্রকল্প। এ সকল কার্যক্রমের সাফল্য নির্ভর করবে মাটির সুস্বাস্থ্যের ওপর। যেহেতু ক্রমাগতভাবে আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে এবং আবাদি জমির পরিমাণ কমছে, তাই উন্নত জাত ও ফসল নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক খাদ্য উৎপাদনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. এম জহির উদ্দিন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

সিলেটে পার্টনার প্রকল্পের আওতায় উপসহকারী

শেষ পাতার পর

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সিলেট অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ ড. মোহাম্মদ কাজী মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান।

প্রধান অতিথি বক্তব্য বলেন, কৃষি কর্মকর্তারা দেশের মূল চালিকাশক্তি। তারা নিজেদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মানবসেবা করারও সুযোগ লাভ করে। এ জন্য তাদের সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। কৃষিতেই উন্নতি, কৃষিতেই সমৃদ্ধি-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে কৃষি ও কৃষকের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সেই হিসেবে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন এবং রোপণের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। পতিত জমিকে চাষের আওতায় এনে দেশের খাদ্য স্বনির্ভরতা বাড়াতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জাকির হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ সাইফুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ উইং) কৃষিবিদ ড. মো. শাহিনুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ আবু মো. এনায়েত উল্লাহ, পার্টনার প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর মো. মিজানুর রহমান। উক্ত প্রশিক্ষণে ডিএই সিলেটের উপপরিচালক মোঃ খয়ের উদ্দিন মোল্লা, হবিগঞ্জের উপপচিালক মো. আক্তারুজ্জামান, সিলেট অঞ্চলে পার্টনার প্রোগ্রমের সিনিয়র মনিটরিং অফিসার কৃষিবিদ নাছির উদ্দিনসহ পার্টনার প্রোগ্রামের প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি খামারবাড়ি প্রাঙ্গণে একটি বৃক্ষের চারা রোপণ করেন।

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

সম্প্রসারণ বার্তা
৪৮তম বর্ষ ❑ অষ্টম সংখ্যা
❑ অগ্রহায়ণ-১৪৩১ বঙ্গাব্দ; নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

কৃষি উপদেষ্টার সাথে ইউএসএইডের প্রতিনিধিদলের সৌজন্য সাক্ষাৎ

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) এর সাথে রাজধানীর সচিবালয়স্থ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অফিস কক্ষে ইউএসএইডের একটি প্রতিনিধিদল সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। শুরুতে মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা প্রতিনিধিদলকে শুভেচ্ছা জানান। সাক্ষাৎকালে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, বীজ,কৃষকদের প্রশিক্ষণ, কৃষি পণ্যের বাজারজাতজরণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণে কারিগরি সহযোগিতা, জলবায়ু, গবেষণা ও রোহিঙ্গাসহ বিবিধ বিষয় আলোচনা করা হয়।

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) এর সাথে রাজধানীর সচিবালয়স্থ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অফিস কক্ষে ইউএসএইডের প্রতিনিধিদল সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

বাংলাদেশে ইউএসএইডের সহযোগিতা আরও বৃদ্ধির করতে হবে উল্লেখ করে মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে সংস্থাকে জানান। দেশের কৃষি যান্ত্রিকীকরণে কারখানা স্থাপন, কৃষি গবেষণা ও কৃষি পণ্য রপ্তানি বাড়াতে সংস্থাটির সহযোগিতা চান। কৃষি খাতে বিশেষ করে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা সংস্থাটির প্রশংসা করেন।

প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন ইউএস-এআইডির মিশন ডিরেক্টর রিড জে এস চলিম্যান। ইউএসএইড বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলো কৃষি উন্নয়নে তাদের গৃহীত প্রকল্প ও দেশের কৃষি বিষয়ে পরিকল্পনাধীন বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে কৃষি উপদেষ্টাকে অবহিত করেন। দেশের কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে সংস্থাটি কাজ করতে আগ্রহী বলে প্রতিনিধিদল জানায়। প্রতিনিধিদল জানায়, বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের কৃষি খাতে বীজ, কৃষি পণ্য বিপণন, উন্নত চাষাবাদ প্রযুক্তি বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে সংস্থাটি কাজ করছে। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করে কৃষিখাত টেকসই করা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষিখাতে কর্মরত নারীদের আরও দক্ষ করে নারীর ক্ষমতায়নে সংস্থাটি কাজ করছে বলেও সংস্থাটি জানায়।

এসময় ইউএসএইড ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। (রবিবার, ১৭ নভেম্বর ২০২৪)

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

সিলেটে পার্টনার প্রকল্পের আওতায় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেট আয়োজনে প্রোগ্রাম অন অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্টারপ্রেনরশিপ অ্যান্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) প্রোগ্রম এর আওতায় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণের Season Long Taring of Trainers প্রশিক্ষণ উপপরিচালকের কার্যালয়, সিলেট এর প্রশিক্ষণ হলরুমে ২৬ নভেম্বর ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

সার-বীজের কোনো সংকট নেই
– মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লে. জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লে. জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বলেছেন, আপাতত সারের কোনো সংকট নেই। বীজেরও সংকট হবে না। কৃষক যাতে পরামর্শসহ সার, বীজ ও পানি ঠিকমতো পায় সেজন্য সারের ব্যবহার পরিমিত পরিমাণে করতে হবে। সোমবার, ২ ডিসেম্বর ২০২৪ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ের সভাকক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার কৃষিবিদ খন্দকার জান্নাতুল ফেরদৌস কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০. ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd